তারিখ 28 JUN 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

এইচএসসি পরীক্ষা।। দ্বিতীয় দিনে ৪ শতাধিক বহিষ্কৃত

ইত্তেফাক রিপোর্ট।। *গতকাল (শনিবার) দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯২ সালের এইচ, এস, সি বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা মোটামুটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায় নাই। তবে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর এই ৪টি শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে ৪ শতাধিক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। (১১শপৃঃ দ্রঃ)*

সিণ্ডিকেটের বক্তব্য

(১ম পৃঃ পর)

বর্ণনা দিয়া বলা হয়, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শেখ আনসার আলীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। কাজেই আজ (রবিবার) কিছু সংখ্যক ছাত্রের আহূত ছাত্রধর্মঘট সম্পূর্ণ অবৈধ। সভায় বলা হয়, শেখ আনসার আলী স্নাতক সম্মান পর্যায়ের ছাত্র থাকাকালীন কোন পরীক্ষার সাথেই ডঃ বদরুল আলম সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। মাষ্টার্স শেষ পর্ব অর্থাৎ আনসার আলী যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই সে পরীক্ষারও কোন পত্র বা ব্যবহারিক পরীক্ষার তিনি পরীক্ষক ছিলেন না। অতএব তাহাকে বদরুল আলম ফেল করাইয়াছেন এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অসত্য। তবে মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষায় ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির একজন সদস্য হিসাবে ডঃ বদরুল আলম শেখ আনসার আলীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষায় তাহাকে যে নম্বর দেওয়া হইয়াছিল তাহা ছিল ৪ জনের ঐক্যমতের ভিত্তিতে এবং মৌখিক পরীক্ষায় আনসার আলী অকৃতকার্য হয় নাই। ছাত্র-ছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে শেখ আনসার আলী সম্পর্কে কিছু তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। শেখ আনসার আলী ১৯৮০-৮১ সালে 'বিশেষ বিবেচনায়' পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের মত একটি বিভাগে ভর্তি হয়। দুইটি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ ছাড়া সাধারণতঃ এই বিভাগে ভর্তি করা হয় না। অথচ আনসার আলীর দুই পরীক্ষাতেই দ্বিতীয় বিভাগ ছিল। পরবর্তী বছরে সে আবার প্রথম বর্ষে পুনঃ ভর্তি হয় এবং কর্তৃপক্ষের বিশেষ বিবেচনায় তাহার পূর্ববর্তী বছরের মিডটার্ম পরীক্ষার ফলাফল পরবর্তী বছরের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় প্রথম ও ৪র্থ টার্ম ব্যবহারিক পরীক্ষায় সে শূন্য পায়। ১৯৮৪ সালে তৃতীয় বিভাগে সম্মান ডিগ্রী লাভ করে। পরবর্তী বছরে মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণী লাভ করে। ১৯৮৫ সালের মাষ্টার্স ফাইনাল পরীক্ষায় সে অকৃতকার্য হয়। পরবর্তী দুই বৎসর সে কোন পরীক্ষার অবতীর্ণ হয় নাই। কিন্তু ১৯৮৭ সালে বেআইনীভাবে কোন এক অজ্ঞাত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জগন্নাথ কলেজ হইতে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আবেদন করে। কিন্তু পরীক্ষা দেয় নাই। বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সুপারিশক্রমে সাবেক ভিসির বিশেষ বিবেচনায় তাহাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। সে পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং পুনর্বার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়।